ইস্টবেঙ্গল সমাচার

EAST BENGAL CLUB KOLKATA

মার্চ- এপ্রিল ২০২৪ ■ দাম - ৫০ (পঞ্চাশ টাকা)

১৪৩১ শুভ নববর্ষ

‘দীপক জ্যোতি’ সম্মান

কলকাতা হকি লিগ ২০২৪ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

বয়স ভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্টে সফল ইস্টবেঙ্গল

ড্রিম স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন লিগ ২০২৪ অনুর্দ্ধ ১৭

রিলায়েন্স ডেভলপমেন্ট লিগ ২০২৪ পর্বে জোন চ্যাম্পিয়ন

এ আই এফ এফ সাব-জুনিয়র লিগ ২০২৪ (অনুর্দ্ধ ১৩)

সূচি

শুভ নববর্ষ। স্বাগত ১৪৩১

মার্চ-এপ্রিল, ২০২৪

সমাচার প্রতিবেদন : অপরাজিত হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ২

অরূপ পাল : 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে আপ্লুত ক্রীড়াপ্রেমিরা ৩-৪

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় : হিসেবে স্বল্পতম, ভাবনায় যুগান্তমেয়াদি সচিব ৫

সমাচার প্রতিবেদন : যুব লিগে মধুর প্রতিশোধ ইস্টবেঙ্গলের ৬

সমাচার প্রতিবেদন : বার্ষিক অ্যাথলিট মিটে সেরার সেরা ইস্টবেঙ্গল ৬

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায় : লাল-হলুদের বারপুজোয় রং ছড়িয়েছিলেন মজিদ থেকে কৃশানু ৭

'দীপক জ্যোতি' সম্মান ৮-৯

সমাচার প্রতিবেদন : সুপার কাপ জয়ের সেলিব্রেশন ১০

গৌতম ভট্টাচার্য : মানস একটি সিনেমার নাম ১১-১২

সরোজ চক্রবর্তী : ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে সেরা সময়টা দিয়েছে আনন্দবাজারে ১৩

দেবব্রত সরকার : বন্ধু মানস, সাংবাদিক মানস ১৪

পারিজাত মৈত্র : ইস্টবেঙ্গল জুনিয়ার ফুটবল দলের খেলার ফলাফল ১৫

শুভ নববর্ষ ১৪৩১

পুরনো বছরকে পেছনে ফেলে, নতুন বছরকে স্বাগত। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক এটাই প্রার্থনা। সকল ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থক, খেলোয়াড়, ইনভেস্টর, বিজ্ঞাপনদাতা ও ক্লাবের শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নতুন বছরের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

সম্পাদকীয়

নতুন বছরে নতুন আশা, নতুন দিশা

পায়ে পায়ে ১০৪ বছরে পা রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে লড়াই করে মশাল জ্বলে রয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। আজ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পা রাখলে দেখা যায় ঝাঁ-চকচকে টেন্ট, গ্যালারি, অফিস, জিম, জাকুজী, ক্যাফেটেরিয়া, আর্কাইভ, লাইব্রেরি, বিদেশি ধাঁচে লাউঞ্জ, ফুটবল স্কুল আকাডেমি, ক্রিকেট স্কুল আকাডেমি, প্রয়াত ফুটবলার কৃষাণু দে নামাঙ্কিত ভি ভি আই পি বক্স ইত্যাদিতে আধুনিকতার ছোঁয়া। আর এই আধুনিকতার বীজ রোপণ করেছিলেন প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাস। তাঁর স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণও পরিকল্পনার বুনন এর সার্থক রূপ দিতে সর্বদা সচেষ্ট বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল কর্ম সমিতির সদস্যরা। তবে সাধ এবং সাধ্যের ব্যবধানে তো থেকেই যায়।

তবু তিনি সেই নয়ের দশকেই বুঝেছিলেন ক্লাবকে কর্পোরেট পরিকাঠামোয় না গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়বে ক্লাব। স্পনসর কিংবা ইনভেস্টর এর আনুকূল্য না থাকলে শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব নয়। আর শক্তিশালী দল গঠন করতে না পারলে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেতাব জয়ের আশা করা যায় না। তাই সেই আমলেই তিনি ভারতবর্ষ তথা কলকাতা ময়দানে প্রথম ইউবি গ্রুপের হাত ধরে কিং ফিশারকে এনেছিলেন। প্রয়াত প্রাক্তন লাল-হলুদ সচিব দীপক (পল্টু) দাস যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা আজ প্রমাণিত। ইনভেস্টর ছাড়া বর্তমানে শক্তিশালী দল গড়া অসম্ভব। বড় ক্লাবের কথা বাদ দিন, ছোট ক্লাব কর্তারাও এখন দল গড়তে ইনভেস্টরের খোঁজে। সত্যি কথা বলতে কী প্রয়াত ইস্টবেঙ্গল সচিব দীপক (পল্টু) দাস ছিলেন নতুন দিশারী দেখানোর পথিক। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান লাল-হলুদ কর্মসমিতির সদস্যরা ওনার ২৩তম প্রয়াণ দিবসে চারজন সফল শিল্প উদ্যোগপতিকে 'দীপক' জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করেন ধনধান্য অডিটোরিয়াম হলে। 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয় বিখ্যাত প্রয়াত দুই কোচ শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্র ও অচ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সংবর্ধিত হয়ে আপ্লুত চার উদ্যোগপতি শিল্পপতির পাশাপাশি প্রয়াত দুই কোচের পরিবারবর্গ। সত্যি শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের এই উদ্যোগকে স্যালুট জানাতেই হয়। একটা কথা বলা যায় লাল-হলুদ কর্তারা আজ যা ভাবেন, তা আগামীকাল ভাবেন কলকাতা ময়দানের বাকি ক্লাবের কর্তারা।

স্বাগত ১৪৩১। বাংলা নতুন বছরে নতুন আশা, নতুন দিশা, নতুন সংকল্পের পাশাপাশি সদস্য-সমর্থকদের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদকে পাথেয় করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাফল্যের আলোকে উদ্ভাসিত করাই লক্ষ্য বর্তমান কর্মসমিতির সদস্যদের।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি

বর্তমানে আর্ট পেপারের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে। তাই ১০ টাকার পরিবর্তে বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম ৫০ টাকা।

এবার নিয়ে ১১ বার

প্রতিকূলতার মধ্যেও কলকাতা হকি লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

২০২৪ কলকাতা হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

সমাচার প্রতিবেদন ঃ প্রতিকূলতার মধ্যেও কলকাতা হকি লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। এবার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হল। এবার নিয়ে১১ বার। টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগে কলকাতা আদিবাসী ক্লাব, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, ক্যালকাটা কাস্টমস্, সিইএসসি, পুলিশ এসি এবং পাঞ্জাব স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে সুপার সিক্সে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ইস্টবেঙ্গল। এরপর সুপার সিক্সে বি এন আর, এফ সি আই, মোহনবাগান, সিইএসসি এবং শেষ ম্যাচে ক্যালকাটা কাস্টমসকে হারিয়ে লিগ খেতাব জয় লাল-হলুদ শিবিরের। ১২ মার্চ সুপার সিক্সে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে পড়শি পাড়া ক্লাবকে হারিয়ে লিগ খেতাব জয় অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেলে। হকির ডার্বি ম্যাচে লাল-হলুদের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন গুরজিন্দর সিং। ১৬ মার্চ নিজেদের মাঠে ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হত তারা। সেখানে বাকি ম্যাচগুলোর মতো শেষ ম্যাচেও ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়ে ইস্টবেঙ্গল জয় পেল ৫-২ গোলে। নভজ্যোৎ সিং একাই করেন তিনটি গোল। বাকি দুটি গোল করেন পারদীপ কোর এবং অনুপ বাল্মীকি। এ মরশুমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ১৭টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান নভজ্যোৎ সিং। গ্রুপ লিগের ৬টি এবং সুপার সিক্সের ৫টি ম্যাচ মিলিয়ে এবার হকি লিগে ইস্টবেঙ্গল গোল করেছে ৪৮টি। গ্রুপ লিগে ইস্টবেঙ্গল গোল করেছে ৩০টি এবং সুপার সিক্সে ১৮টি। ২০০৩ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হকি বিভাগ বন্ধ ছিল। দীর্ঘ ১৮ বছর পর ২০২১ সালে কলকাতা প্রথম ডিভিশন হকি লিগে 'এ' গ্রুপে অংশগ্রহণ করে লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। সেবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলেন ভারতের তারকা খেলোয়াড় হরজিত সিং, অঙ্কুশ, অভিষেক কুমার, বিকাশ দাহিয়া, গুরপ্রতাপ সিং। মাত্র এক পয়েন্টের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। ২০২২ সালে লক্ষ্যপূরণ হয় মশাল বাহিনীর। ৩৩ বছর পর কলকাতা হকি লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। ২০২৩ সালে অর্থাৎ গত বছর তৃতীয় স্থানে শেষ করলেও এবার সেরার সেরা চ্যাম্পিয়ন খেতাব ইস্টবেঙ্গলের দখলে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে এ মরশুমে অনুপ বাল্মীকি, বিকাশ দাহিয়া, পারদীপ কোর, গুরিন্দর সিং, বিশাল সিং, গুরজিন্দর সিং-র মতো ভারতীয় তারকাদের সই করান লাল-হলুদ কোচ জাগরাজ সিং। ইস্টবেঙ্গলকে লিগ খেতাব এনে দিতে পেরে খুশি কোচ জাগরাজ সিং। তিনি বলেন, এই ধারা বজায় রাখতে হবে। ১১তম খেতাব জয়ের পর হকি নিয়ে আরও বড় কিছু করার ভাবনা ইস্টবেঙ্গল শিবিরের। দলের কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার বলেন, এই জয়ের কৃতিত্ব পুরোটাই প্লেয়ার, কোচ এবং অবশ্যই হকি দলের কর্তাদের। কলকাতা হকি লিগ খেতাব জিততে পেরে আমরা খুবই খুশি। আগামী দিনে হকি নিয়ে তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। তবে সে কাজে হয়তো আরও কয়েকটা বছর সময় লাগবে। ইস্টবেঙ্গলের হকি দলের পাশে রয়েছে 'শ্রাচী' গ্রুপ। শুধু স্পনসর নয়, দলের পরিকল্পনারও দায়িত্বে রয়েছে। শ্রাচীর কর্তারা মাঠে উপস্থিত থেকে দলকে উৎসাহ দেন, যা ইস্টবেঙ্গলকে হকি লিগ খেতাব জয় করতে সাহায্য করেছে।

২৩ তম প্রয়াণ দিবসেও

হৃদ মাঝারে দীপক দাস (পল্টুদা)

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আধুনিক করণের প্রবাদ প্রতীম দীপক দাসের (পল্টু) ২৩তম প্রয়াণ দিবসে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলী, বিকাশ পাঁজি, সহ সচিব রূপক সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

অরূপ পাল,
যুগ্ম সম্পাদক, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

'দীপক জ্যোতি' সম্মানে আপ্লুত ক্রীড়াপ্রেমীরা

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাসের ২৩তম প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন হল নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ২২ মার্চ ২০০১। এই দিনেই প্রয়াত হন দীপক (পল্টু) দাস। তাই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে নানা অনুষ্ঠানের আয়েজন করেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকালে ক্লাব তাঁবুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলি, বিকাশ পাঁজি। প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ সচিব রূপক সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার সহ বাকি কর্তারা। বিকেলে ধনধান্য অডিটোরিয়াম হলে মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক মানস চক্রবর্ত্তীকে শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। লাল-হলুদ কর্তারা সব সময় মানসিক পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক মানস চক্রবর্ত্তীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তা আবারও প্রমাণ হল দীপক (পল্টু) দাসের ২৩তম প্রয়াণ দিবসের 'দীপক জ্যোতি' সম্মান উদ্‌যাপন মঞ্চে। এরপর গান গেয়ে অনুষ্ঠানটি এক কথায় জমিয়ে দেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত। কলকাতা ময়দানে একটা প্রবাদ বাক্য চালু হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল আজ যা ভাবে, তা গোটা বাংলা তথা

ভারতবাসী ভাবে আগামী কাল। বিগত বছরগুলির মতো এবারও প্রচারের আলোর বাইরে থাকা ময়দানের বিভিন্ন মানুষ যারা নিঃশব্দে ফুটবলের সেবা করে গেছেন তাদের 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করে পাদ প্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন লাল-হলুদ কর্তারা। গত বারের মতো এবারও লাল-হলুদ কর্তারা অভিনব উদ্যোগ নিলেন উদ্যোগপতি শিল্পপতিদের 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করে। গত বছর পাঁচজন শিল্পপতিকে 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করার পর এবার চার জন শিল্পপতিকে 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করলেন লাল-হলুদ কর্তারা। এই চার জন শিল্পপতি হলেন জুপিটার ওয়াগণ কোম্পানির কর্ণধার মুরারি লাল লোহিয়া। যিনি আবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ সভাপতি। এছাড়া ইনভেস্টার ইমামি গ্রুপের দুই কর্ণধার আদিত্য আগরওয়াল, মনীশ গোয়েঙ্কাকেও সংবর্ধিত করত্রা হয়। 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করা হল পিয়ারলেস গ্রুপের কর্ণধার জয়ন্ত রায়কে। 'দীপক জ্যোতি' সম্মান পুরস্কার গ্রহণ করতে মুরারি লাল লোহিয়া, আদিত্য আগরওয়াল, মনীশ গোয়েঙ্কা ধনধান্য অডিটোরিয়াল হলে উপস্থিত থাকলেও, বিদেশে থাকায় হাজির হতে পারেননি পিয়ারলেস গ্রুপের কর্ণধার জয়ন্ত রায়। তাঁর হয়ে 'দীপক জ্যোতি' সম্মান পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার সহ সভাপতি অর্ণব বসু। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সম্মানিত করা হয় দলের অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভাকে। লাল-হলুদ অধিনায়কের হাতে স্মারক, ফুলের স্তবক এবং মিষ্টির হাঁড়ি তুলে দেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার। সম্মানিত করা হয় এ বছর মাঝমাঠের অন্যতম কান্ডারি সৌভিক চক্রবর্ত্তীকে। বছর জুড়ে ধারাবাহিকভাবে ভালও খেলা সৌভিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রাক্তন লাল-হলুদ অধিনায়ক তরুণ দে। অনূর্দ্ধ ১৭ ইস্টবেঙ্গল দলের সর্বাধিক গোলকারী দেবজিৎ রায়কে 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করেন সিনিয়র দলের ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্ত্তী। 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন কোচ প্রয়াত শচীন্দ্র নাথ মিত্রকে। যিনি ময়দানে পরিচিত ছিলেন ল্যাংচা মিত্র নামে। তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন নাতি সন্দীপ সরকার। পুরস্কার তুলে দেন সাতাত্তর সালে কলকাতা লিগে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা রনজিৎ মুখার্জি এবং শ্রাচী গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি।

ময়দানে পাদপ্রদীপের আলোয় বহু ফুটবলারকে তুলে আনার পিছনে যাঁর অবদান সব চেয়ে বেশি সেই প্রয়াত প্রবাদ প্রতীম কোচ অচ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয়। তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন দুই পুত্র অঞ্জন এবং অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরস্কার তুলে দেন প্রয়াত অচ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় দুই শিষ্য গৌতম সরকার, মনোজিৎ দাস শ্রাচী গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি। এছাড়া 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয় টেবিল টেনিসে দ্রোণাচার্য জয়ন্ত কুমার পুশিলাল, ইকুয়েসস্ট্রিয়ান - ২০২৩ অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত অনুষ আগরওয়াল (জার্মানিতে থাকার জন্য হাজির হতে পারেননি অনুষ। পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর মা)। চোটের জন্য 'দীপক জ্যোতি' সম্মান অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির হতে পারেননি ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ সামি। ২০২৩-এ অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন ভারতীয় পেস বোলার সামি। 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয় ২০২৩-এর মরসুমে টেবিল টেনিসে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ঐহিকা মুখার্জিকে। বেইরুটে খেলতে যাওয়ার জন্য অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির হতে পারেননি ঐহিকা। পুরস্কার গ্রহণ করেন ঐহিকার বাবা ও মা। ১৫ বছরের তরুণ প্রতিভা ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ন অভিনব শ-এর পাশে থাকার অঙ্গীকার করে অভিনব ও তাঁর বাবার হাতে দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় দীপক (পল্টু) দাস ওয়েলফেয়ার মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এছাড়া সংবর্ধিত করা হয় ক্রিকেট দলের মেন্টর সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচ আবদুল মুনায়েমের পাশাপাশি হকি দলের কোচ জাগরাজ সিং সহ অ্যাথলিট কোচদের। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানটিকে এক সুতোয় বেঁধে রাখতে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন কলকাতা টিভি'র যুগ্ম সম্পাদক তথা বিখ্যাত সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সঞ্চালিকার দায়িত্ব পালন করেন শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়। ২৩তম 'দীপক জ্যোতি' সম্মান অনুষ্ঠান দেখতে ধনধান্য অডিটরিয়াম হলে লাল-হলুদ সদস্য, সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো।

'দীপক জ্যোতি' মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন ইমামি কর্তা মনীশ গোয়েঙ্কা।

এবার 'দীপক জ্যোতি' সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ছিল কার্যত চাঁদের হাট। প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, ভাস্কর গাঙ্গুলী, রণজিৎ মুখার্জী, অতনু ভট্টাচার্য, অলোক মুখার্জী, তরুণ দে, বিকাশ পাঁজি, অমিত ভদ্র, কবীর বসু, রহিম নবি, সৌমিক দে, গোপাল দাস, মাধব দাস, বিজন চক্রবর্ত্তীর পাশাপাশি হাজির ছিলেন প্রাক্তন বাংলার রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএসএ সচিব অনির্বান দত্ত, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত সহ বহু বিশিষ্ট বর্গ।

'দীপক জ্যোতি' অনুষ্ঠান মঞ্চে ইমামির দুই কর্তা আদিত্য আগরওয়াল এবং মনীশ গোয়েঙ্কা লাল-হলুদ সমর্থকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা জানাতে গিয়ে টেনে আনলেন ২৫ বছর আগেকার প্রসঙ্গ। তিনি, বলেন, পল্টু দা আমাদের সেই ২৫ বছর আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এনেছিলেন, তখন টানা তিন বছর স্পনসর হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমরা। তারপর আবার ২৫ বছর পর নীতুদা আমাদের ক্লাবে নিয়ে এলেন। এখানেই থেমে থাকেননি আদিত্য আগরওয়াল। নতুন মরশুমে দল গঠন নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এই মরশুমে আমরা একটা সুপার কাপ জয় করেছি। আমরা সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে খুশি। তবে সমর্থকদের আরও খুশি করতে হবে। বীজ জমিতে পুঁতলেই একদিনে গাছ জন্মায় না, আর তা থেকে ফল পাওয়া যায় না। ফল পেতে হলে সময় লাগে। আমাদেরও সেভাবে দল গঠনের কাজ চলছে। আশা করছি কয়েক বছরের মধ্যে আরও শক্তিশালী দল গড়তে পারব আমরা। আমি জানি সমর্থকরা আমাদের কাছ থেকে আরও অনেকটা প্রত্যাশা করেন। ওদের আরও বেশি আনন্দ দিতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

অনুষ্ঠানে ক্লেইটন সিলভাকে ঘিরে লাল-হলুদ সমর্থকদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভা বলেন, সত্যি ভাবিনি এখানে সম্মানিত হব। ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসে নিজের নাম তুলতে চাই। সমর্থকদের কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি তা ফিরিয়ে দিতে চাই। অধিনায়ক হিসেবে ক্লাবকে আরও অনেক কিছু দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে আমার।

হিসেবে স্বল্পতম, ভাবনায় যুগান্তমেয়াদি সচিব

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রীড়া সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা

অত্যাধুনিক জিম।

অসাধারণ মিউজিয়াম তথা ক্রীড়া আর্কাইভ।

অনন্য লাউঞ্জ।

অনবদ্য ক্রীড়া গ্রন্থাগার।

অতুলনীয় ক্যাফেটেরিয়া।

চমকপ্রদ ভিভিআইপি বক্স সদস্য গ্যালারিতে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই হাফডজন নির্মাণই পল্টু দাসের হাতে।

না না, ভুল লিখিনি। আপনি ভুল পড়েনওনি।

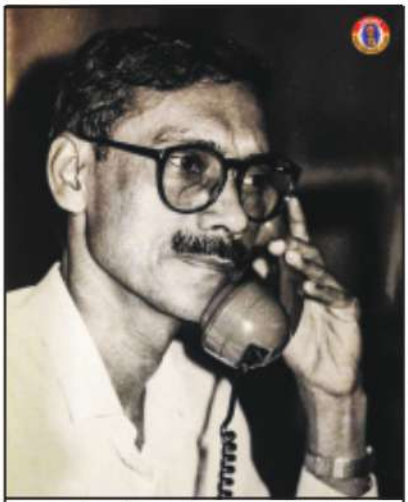

'হ্যালো' আমি পল্টু দাস বলছি, 'কোনও প্রতিকূলতাই আমাদের হারাতে পারবে না'।

ময়দানের সবচেয়ে আধুনিক লাল-হলুদ তাঁবুর ওই হাফডজন ঝলমলে সংযোজন প্রয়াত ইস্টবেঙ্গল সচিব দীপক দাস ওরফে সবার পল্টুদা'র জীবিতকালে না হোক, তাঁর অত্যাধুনিক ভাবনার চূড়ান্ত সফল পরিণতি হলফ করে বলাই যায়। যা আজ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বাস্তবায়িত পল্টুদার সুযোগ্য ভাবিশিষ্য নিতু সরকারের আন্তরিক উদ্যোগে এবং অবশ্যই সচিব কল্যাণ মজুমদারের অবদান উল্লেখযোগ্য। সচিব কল্যাণ মজুমদারের সঙ্গে নিতু সরকারের বন্ধনটা অটুট।

পল্টুদা লাল-হলুদে একেবারে নীচ থেকে একেবারে টপ্-এ উঠেছিলেন। যেমন, তিনি ১৯৬৪ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সদস্য হন। এরপর ধাপে ধাপে ১৯৭০-এ কার্যকরী সমিতির সদস্য, ১৯৮৫-তে ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ, ১৯৯১-এ সহ-সচিব এবং ২০০১ সালে ইস্টবেঙ্গল সচিবের পদ অলংকৃত করেন।

কিন্তু ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, মাত্র দু'মাস লাল-হলুদ প্রশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনের মধ্যেই ২২ মার্চ, ২০০১-এ তিনি— পল্টুদা অগণিত ইস্টবেঙ্গল জনতাকে চোখের জলে ভাসিয়ে প্রয়াত হন। যে দুপুরে সৌরভ গাঙ্গুলির ভারত চেন্নাইয়ে স্টিভ ওয়-র অশ্বমেধের ঘোড়ার পায়ে শিকল পরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জেতার আনন্দে আসমুদ্রহিমালয় আনন্দে ভাসছে, তখন সৌরভেরই শহরের এক নামী বেসরকারি হাসপাতালের সামনে ময়দানের অসংখ্য মানুষ শোকে ভেঙে পড়েছে পল্টুদাকে তাঁর সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকায়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, পল্টুদা সম্পর্কে এ বিশেষণ অতি ক্লিশে।

দুটো ছোট্ট গল্প তাঁকে ঘিরে এখানে বললেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। দুটোই সিনিয়র সহকর্মী সাংবাদিকের কাছ থেকে শোনা।

১৯৯৭-এ ইস্টবেঙ্গল সবে ডায়মন্ড ম্যাচে মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। আনন্দবাজার অসাধারণ হেডলাইন করেছিল। 'হিরের দর্পচূর্ণ'। ইস্টবেঙ্গল জনতার সঙ্গে সঙ্গে কোচ পিকে-ও হাওয়ায় উড়ছে। পল্টুদাকে কিন্তু ওই সময়েও অদ্ভুত ঠান্ডা দেখা গিয়েছিল। বলেছিলেন, ''হার-জিত আছেই। আমি তাই প্রদীপদাকে বলেছি, পরেরবার ওরা ঝাঁপাবে। টিম সাবধান।'' কী আশ্চর্য। মাসখানেকের ভিতর হয়তো অল্প আত্মতুষ্ট হয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গলকে পরের বড় ম্যাচে অমল দত্তের মোহনবাগান হারিয়ে দিল। দূরদর্শিতা কোন পর্যায়ের থাকলে এমন মন্তব্য করা যায়। তারচেয়েও বড়, ভাবনায় আসে। এ জন্যই পল্টুদা।

চুরানব্বইয়ে সিএবি- পিসেন ট্রফি আমন্ত্রণমূলক করল। পল্টুদা বলেছিলেন, ''সচিন তেনডুলকরকে খেলাবে ইস্টবেঙ্গল।'' শুনে ক্লাবেরই কিছু লোক এমনও ভেবেছিল, মানুষটার কি মাথা খারাপ? ঠিকভাবে ফুটবল টিম করা যাচ্ছে না, আবার সচিন। ক'দিন যেতে না যেতে খবর হল, সচিনের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি হয়ে গিয়েছে। শুধু সচিনই নন, ইডেনে নৈশ টুর্নামেন্টে লাল-হলুদ জার্সিতে খেলবেন কপিলদেবও। কপিলের সঙ্গেও ইস্টবেঙ্গলের সইসাবুদ কমপ্লিট। সেদিনও বোঝা গিয়েছিল, কেন পল্টুদা তাঁর সময়ের চেয়ে এগিয়ে।

কীভাবে সেরাটা পাওয়া যায় তার নিপুণ নকশা আঁকতে জানতেন পল্টুদা। আর হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে তাঁর অফুরন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পল্টুদার ময়দান-দর্শন ছিল একটাই, ইস্টবেঙ্গল সেরাটা পাওয়ার যোগ্য, বেস্ট-টা ইস্টবেঙ্গলের প্রাপ্য এবং সেই সেরা, সেই বেস্ট-টা ইস্টবেঙ্গলই পাবে। ইস্টবেঙ্গলকে পল্টুদার শিখিয়ে যাওয়া মন্ত্র হল, বড় ক্লাব করার জন্য সবসময় বড় ব্যবসায়ী হওয়ার দরকার পড়ে না। তার চেয়ে চাই ধূর্ত বুদ্ধি, বন্য সাহস, নিখুঁত গেমপ্ল্যান, দূরদর্শিতা। এগুলো থাকলে তুমিও পারবে দাপটে মাঠ করতে।

এখন ভাবলে অবাক লাগে আইএসএলের আগের যুগে, গত শতাব্দীর আশি-নব্বইয়ের দশকেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে কেমন একটা বড় কোম্পানির মতো বাস্তবোচিতভাবে চালিয়েছেন পল্টুদা। একই সঙ্গে তিনি লাল-হলুদের সিইও এবং কর্ণধার ছিলেন।

তৎকালীন ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে ঢুকে প্রথম বাঁ দিকের ঘরটায় সন্ধে ছ'টার পর গেলেই তাঁকে বসা দেখা যেত। আর সেই ঘরের ঠিক উল্টোদিকের একটা ছোট্ট ঘরে ফ্যাক্স মেশিনের পাশাপাশি কম্পিউটার বসিয়েছিলেন পল্টুদা। যতটা বেশি সম্ভব আপামর ফুটবল দুনিয়ার সঙ্গে চটজলদি আদানপ্রদান যাতে করা যায়। ময়দানে ক্লাব তাঁবুতে প্রথম কম্পিউটার বসা বোধহয় ইস্টবেঙ্গল এবং ময়দানে প্রথম আধুনিকতার শুরুও লাল-হলুদে। যার কান্ডারি অবশ্যই পল্টু দাস।

অথচ নিজেকে পাদপ্রদীপের আড়ালে সরিয়ে রাখার একটা অনবদ্য মডেল তৈরি করে নিয়েছিলেন। সামনে থাকলে, রোজ ছবি বেরোলে সহযোদ্ধাদের ঈর্ষা তৈরি হতে পারে। তাতে ক্লাব প্রশাসনে সমস্যা। ছবির জন্য তো কোচ আছে। তিনি— পল্টুদা পিছনে। কারণ, তিনি কোচদের কোচ।

লাল-হলুদ জার্সিতে একটা শটও না মেরেও ইস্টবেঙ্গলের সর্বকালের বরেণ্য টিমে পল্টুদার জায়গা অবশ্যম্ভাবী। সেই সেরা টিমে ফুটবলার-কোচ-অফিসিয়াল, সবাই থাকবে। আর তেমন একটা অসামান্য অর্কেস্ট্রার পল্টু দাস ছাড়া কে হতে পারেন?

যুব লিগে মধুর প্রতিশোধ ইস্টবেঙ্গলের

সামাচার প্রতিবেদন ঃ হ্যাঁ, এভাবেও ফিরে আসা যায়। মাত্র ৬ দিন আগে মর্যাদার লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে হারতে হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টেসের কাছে। ছয়দিনের মধ্যেই উলটপুরাণ। পড়শি পাড়া ক্লাবকে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিল লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। ২৪ মার্চ রবিবার ২০২৪ ব্যারাকপুর বিভূতিভূষণ স্টেডিয়ামে রিলায়েন্স ডেভলপমেন্ট লিগের জোনাল চ্যাম্পিয়নশিপে রাউন্ডের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জয় পেল পরিষ্কার ২-০ গোলে। যুবদের বড় ম্যাচ, তবু দুই প্রধানের ম্যাচ ঘিরে ব্যারাকপুর স্টেডিয়াম ছিল প্রায় ভর্তি। ইস্টবেঙ্গলের কাছে ম্যাচটি ছিল বদলার। বদলার ম্যাচে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে গোল দুটি করেন সায়ন ব্যানার্জী এবং শ্যামল বেসরা। ম্যাচের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে ম্যাচ জেতার একটা তাগিদ ছিল। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে লাল-হলুদের শ্যামল বেসরার শট ক্রসবারে লেগে গোল লাইনের ভিতরে ড্রপ পড়ে বেরিয়ে এলেও রেফারি নৃপেন হালদার গোলের বাঁশি বাজাননি। কি করে রেফারির চোখ এড়িয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন অনেকের। তবে উত্তর জানা নেই, কারোর। ন্যায্য গোল বাতিল প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং দেবব্রত সরকার বলেন, রেফারিং নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে অভিযোগ জানাতে কাগজ-কালি ফুরিয়ে গেলেও কোনও লাভের লাভ হয়নি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রেফারি নৃপেন হালদার ন্যায্য গোল বাতিল করলেও ইস্টবেঙ্গলের জয় আটকাতে পারেননি। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সায়ন ব্যানার্জী। ম্যাচের বয়স তখন ৬২ মিনিট। সংযোজিত সময়ে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে শ্যামল বেসরা গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। পেনাল্টি থেকে সুহেল ভাটের শট রুখে দেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউ।

জুনিয়র ফুটবলে পড়শি পাড়া ক্লাবকে ২-০ গোলে হারানোর পর ইস্টবেঙ্গল যুব ফুটবলারদের উল্লাস।

হরিপালের ছেলে গৌরব ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে প্রথম বড় ম্যাচেই নজর কাড়লেন। গৌরবের লক্ষ্য ধারাবাহিকতা বজায় রেখে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে নিয়মিত খেলা। লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ বলেন, 'বদলার ম্যাচ নয়, জাতীয় পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জনের জন্য পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে জয়টা দরকার ছিল। ফুটবলাররা তিন পয়েন্ট তুলে আনায় আমি খুশি। সিনিয়র হোক কিংবা জুনিয়র, চলতি মরশুমে সব পর্যায়েই পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছে ইস্টবেঙ্গল। জুনিয়র ডার্বিতে পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফের প্রমাণ করল পিছিয়ে পড়লে তারা কতটা ভয়ঙ্কর। পাশাপাশি আবার প্রমাণিত ইস্টবেঙ্গল কারও ঋণ বাকি রাখে না।

বার্ষিক অ্যাথলিট মিটে সেরার সেরা ইস্টবেঙ্গল

সমাচার প্রতিবেদন : ১৭ মার্চ রবিবার, ২০২৪ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক অ্যাথলিট প্রতিযোগিতা। এবার ৬১তম বার্ষিক অ্যাথলিট প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্লাবের প্রায় ৫০০ জন অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করেন। সকাল দশটায় পতাকা উত্তোলন করে ৬১তম অ্যাথলিট মিটের শুভ সূচনা করেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক মেহেতাব হোসেন। উপস্থিত ছিলেন ত্রি-মুকুট জয়ী ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক বিকাশ পাঁজি, কার্য কমিটি সদস্য দেবব্রত সরকার, অ্যাথলিট, সচিব সিদ্ধার্থ সরকার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের কোচ আব্দুল মুনায়েম, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবদাস সমাজদার, বিকাশ দত্ত সহ অন্যান্য কর্তারা। এ ছাড়া ৬১তম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অ্যাথলিট মিটে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অ্যাথলিটদের পাশাপাশি কোচেরা। প্রাক্তন অ্যাথলিটদের পাশাপাশি সংবর্ধিত করা হয় লাল-হলুদের অ্যাথলিট কোচেদেরও। ৬১তম বার্ষিক অ্যাথলিট মিটে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। চ্যাম্পিয়ন্স অব চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সংগ্রহ করে ২৩২ পয়েন্ট। ১৫৩ পয়েন্ট পিছনে থেকে রানার্স খেতাব ঘরে তোলে মোহনবাগান। পড়শি পাড়া ক্লাব রানার্স খেতাব ঘরে তুলতে সংগ্রহ করে মাত্র ৭৯ পয়েন্ট। চল্লিশ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় স্থান পায় সিটি অ্যাথলিট ক্লাব। দুই প্রধানের পয়েন্ট সংগ্রহ দেখলেই বোঝা যায় অ্যাথলিট মিটে কতটা দাপট ছিল লাল-হলুদ অ্যাথলিটদের। এবারের ইস্টবেঙ্গল অ্যাথলিট মিটে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ। বিভিন্ন ক্লাবের অ্যাথলিটদের পাশাপাশি মিটে অংশগ্রহণ করেন ক্লাবের কর্মচারী ও সদস্যরা। এমনকী মিটে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় স্কুল ও ফুটবল আকাডেমির শিক্ষার্থীদেরও। সব মিলিয়ে ১০৪ তম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ৬১তম অ্যাথলিট মিটটা ছিল এক কথায় জমজমাট।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বার্ষিক অ্যাথলিট মিট মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন অধিনায়ক বিকাশ পাঁজি। রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, কার্যকরী কমিটির সদস্যরা।

লাল-হলুদের বারপুজোয় রং ছড়িয়েছিলেন মজিদ থেকে কৃশানু

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রীড়া সাংবাদিক, এই সময়

সেই সকালে নাকি বৃষ্টি হয়েছিল। ঝমঝমিয়ে। বৈশাখের অকাল বৃষ্টি! কেন? ইস্টবেঙ্গলের দুঃখে কি আকাশও কেঁদেছিল? নাকি, পুরোনোকে ধুয়ে দিয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল সেই বৃষ্টিপাত? তা হলে পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় বছর ৪৪ আগে। সে দিন ছিল বাংলা নববর্ষ। বাঙালির নতুন সকাল। ময়দানে যথারীতি বারপুজো। আজকের নয়, সেই সময় ময়দানে বারপুজো সত্যিই এক অনুষ্ঠান ছিল বটে! সমর্থক থেকে ফুটবলার, সবার আবেগের মেলবন্ধনের দিন ছিল সেই বারপুজো। গ্যালারিতে খেলা দেখার মতো উপচে পড়া ভিড়। ফুটবলারদের দেখে আবেগের বিস্ফোরণ। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে মিষ্টি খাওয়ার আনন্দ এবং একবুক আশা নিয়ে বাড়ি ফেরা। সামনের মরসুমে 'আমাগো ক্লাব' যেন সব ট্রফি জেতে, এটাই ছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের আশা-প্রত্যাশা।

সেই গল্প লিখতে বসে হঠাৎ ১৯৮০ সালের কথা কেন লিখলাম, বৃষ্টির প্রসঙ্গই বা কেন এল? তা হলে খুলেই বলা যাক।

সে বার সুরজিৎ সেনগুপ্তর নেতৃত্বে একঝাঁক ফুটবলার ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। চলে গিয়েছিলেন মহামেডানে। কেন গিয়েছিলেন, কী ঘটেছিল, সে এক অন্য গল্প। আসল হল, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। একমাত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য টিম ছেড়ে যাননি। তিনিই যা ভরসা। কিন্তু, বাকি জায়গায় কী হবে? আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের। কিন্তু, ওই যে কথায় আছে, ''বাঙালরা মরার আগে মরে না।'' সেই চিরকালীন প্রবাদে ভর করেই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমেই কোচ করে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পিকে ম্যাজিকেই ঘুরে দাঁড়ানোর ভরসা করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। বিশ্বাস ছিল, যে টিমই থাক না কেন, পিকে ঠিক ট্রফি আনবেন। পিকে দু-একটা শর্ত দিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সুধীর কর্মকার এবং মহম্মদ হাবিবকে ফিরিয়ে আনা। সুধীর, হাবিব তখন পড়শি ক্লাবে খেলছেন। দু'জনকে ফেরাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা এবং তাঁরা সফলও হয়েছিলেন। মনোরঞ্জনের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ মিত্র। তাঁকে প্রতিদান স্বরূপ অধিনায়ক করা হয়েছিল আশির মরসুমে। কিন্তু, চাই যে আরও কিছু। ইস্টবেঙ্গল থেকে একঝাঁক ফুটবলার বেরিয়ে যাওয়ায় সে বার মহামেডান দুরন্ত টিম। একটা 'প্রতিশোধ'-এর ব্যাপারও ছিল। মহামেডানের কাছে হারা যাবে না। ঠিক এই ভাবনা থেকেই ইস্টবেঙ্গল কর্তারা খুঁজে নিয়ে এসেছিলেন দুই তরুণ ফুটবলারকে। দু'জনেই বিদেশি, মানে ইরানের। পড়াশোনা করতে এসেছিলেন ভারতে। একজনের নাম ছিল জামশিদ নাসিরি। অন্যজনের নাম মজিদ বাসকার।

১৯৮০ সালে ইস্টবেঙ্গল মাঠে বারপুজোর দিন সমর্থকদের ভিড়।

নাম দুটো শুনেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের চোখ নিশ্চয়ই চকচক করে উঠছে। বিশেষ করে 'স্বপ্নের নায়ক' মজিদ।

১৯৮০ সালের বারপুজো ঠিক এইখানেই টেক্কা দিয়েছিল সবাইকে। অনেককে হারিয়েও ইস্টবেঙ্গল জনতা মনোবল হারায়নি শুধুমাত্র মজিদ আর জামশিদকে দেখে। সেই প্রথমবার পয়লা বৈশাখের দিনে বারপুজোয় অংশ নিয়েছিলেন দু'জনে। তখন ভালো করে ভাষাও বুঝতেন না। কিন্তু, সমর্থকদের আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন দুই বিদেশী।

আজও জামশিদের মনে আছে সে কথা। মজিদ ইরানে ফিরে গেলেও জামশিদ থেকে গিয়েছেন কলকাতাতেই। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে থাকায় তিনি এখন পুরোদস্তুর বাঙালি। সেই জামশিদ বলতেন, ''প্রথমবার বারপুজো দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফুটবলের এবং ক্লাবের ভালোর জন্যই এই অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। সে দিন সমর্থকরা আমাদের নিয়ে যে উন্মাদনা দেখিয়েছিল, আমি আর মজিদ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এই সমর্থকদের ভালো কিছু ফিরিয়ে দিতে হবেই।''

কথা রেখেছিলেন জামশিদ-মজিদ। প্রায় ভেঙে পড়া ক্লাবকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। এনে দিয়েছিলেন সাফল্য। সবার উপরে ছিলেন 'গুরু' পিকে। বারপুজোর দিনে পিকে মাইক হাতে সব ফুটবলারদের নাম ধরে-ধরে পরিচয় করিয়ে দিতেন সমর্থকদের সঙ্গে। সে এক স্বপ্নের দিন ছিল।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বারপুজো আরও একবার ছাপিয়ে গিয়েছিল সব কিছুকে। সেটাও আশির দশক। ১৯৮৫ সালের ঘটনা। সে বার পড়শি পাড়া ক্লাব থেকে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ছিনিয়ে এনেছিলেন ভারতীয় ফুটবলের দুই রত্নকে। কৃশানু দে এবং বিকাশ পাঁজি। দু'জনকে পেয়ে নববর্ষের দিনে আবেগের বাঁধ ভেঙেছিল সমর্থকদের। কৃশানু আজ সব কিছুর মায়া কাটিয়ে বহু দূরে। কিন্তু, বন্ধু বিকাশ পাঁজির মনে আছে সব কিছু। বলছিলেন, ''আমাদের সময়ে বারপুজো নিয়ে উন্মাদনা হত সব সময়েই। সে বার অবশ্যই বেশি হয়েছিল আমি আর রন্টু আসায়। সমর্থকরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিল। আমরা পুজোয় বসেছিলাম। বার ধরে শপথ নিয়েছিলাম ভালো খেলার, ক্লাবকে ট্রফি দেওয়ার।''

সেই সময় বারপুজোর দিনেই নতুন বছরের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হত। কারণ, তারপরেই শুরু হত ফুটবল মরসুম। এখন মরসুম বদলে যাওয়ায় সেই ঘোষণা আর হয় না। অনেক সময় খেলা থাকায় ফুটবলাররাও আসতে পারেন না। তবু, অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও নববর্ষের সকালে কিছু আবেগ বেঁচে আছে আজও।

এই দিনটায় যেন আবারও ফিরে ফিরে আসেন মজিদ থেকে কৃশানু!

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে 'দীপক জ্যোতি' মঞ্চ।

'দীপক জ্যোতি' সম্মান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার।

ইমামি কর্ণধার আদিত্য আগরওয়ালকে 'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করছেন ক্লাব সহ সভাপতি ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত। রয়েছেন ক্লাবের আরেক সহ সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবি অজয় চ্যাটার্জি, কার্যকরি কমিটি সদস্য দেবব্রত সরকার, প্রাক্তন দুই গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলি, অতনু ভট্টাচার্য।

'দীপক জ্যোতি' সম্মান মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন ক্লাব সহ সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া। রয়েছেন আরও দুই সহ সভাপতি ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট আইনজীবি অজয় চ্যাটার্জি, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত কর হচ্ছে ক্লাবের প্রাক্তন কোচ স্বর্গীয় শচীন্দ্রনাথ (ল্যাংচা) মিত্রকে। প্রয়াত কোচের হয়ে পুরস্কার নিচ্ছেন তাঁর নাতি সন্দীপ সরকার। পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি ও প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জিত মুখার্জি।

'দীপক জ্যোতি' মঞ্চে সংবর্ধিত করা হচ্ছে হকি কোচ জাগরাজ সিংকে। সংবর্ধিত করছেন বাংলার প্রাক্তন রঞ্জি জয়ী দলের অধিনায়ক সম্বরণ ব্যানার্জি, ক্লাব সহ সচিব রূপক সাহা, কার্যকরি কমিটির সদস্য তমাল ঘোষাল।

'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে প্রয়াত প্রাক্তন কোচ অচ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রয়াত কোচের হয়ে সম্মান গ্রহণ করছেন তাঁর দুই পুত্র অঞ্জন ও অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম সরকার, ফুটবলার মনজিত দাস, শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি।

'দীপক জ্যোতি' মঞ্চে সংবর্ধিত করা হচ্ছে ক্রিকেট কোচ আব্দুল মুনায়েমকে। সংবর্ধিত করছেন ক্লাব সহ সচিব রূপক সাহা কার্যকরি কমিটির সদস্য তমাল ঘোষাল।

১৫ বছরের তরুণ প্রতিভা ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ন অভিনব শ-এর হাতে দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল দীপক (পল্টু) দাস ওয়েল ফেয়ার মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চেক তুলে দিচ্ছেন ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার। রয়েছেন কার্যকরী কমিটির সদস্য সদানন্দ মুখার্জি।

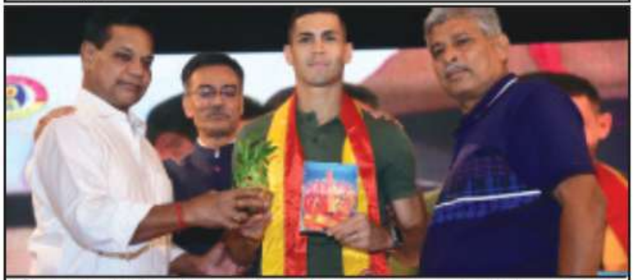

'দীপক জ্যোতি' মঞ্চে সংবর্ধিত করা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভাকে। সংবর্ধিত করছেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অহিকা মুখার্জির হয়ে পুরস্কার নিতে মঞ্চে হাজির তাঁর বাবা-মা। রয়েছেন ক্লাব সহ সচিব রূপক সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য সুমন দাশগুপ্ত।

'দীপক জ্যোতি' সম্মানে সম্মানিত ইকুয়েসস্ট্রিয়ান অনুষ আগরওয়ালের হয়ে পুরস্কার নিচ্ছেন তাঁর মা।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তকে সংবর্ধিত করছেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক বিকাশ পাঁজি।

'দীপক জ্যোতি' মঞ্চে পিয়ারলেস গ্রুপের কর্ণধার জয়ন্ত রায়ের হয়ে 'দীপক জ্যোতি' সম্মান গ্রহণ করছেন সংস্থার সহ সভাপতি অর্ণব বসু। তুলে দিচ্ছেন ক্লাব সহ সভাপতি ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত।

'দীপক জ্যোতি' মঞ্চে প্রাক্তন অধিনায়ক তরুণ দে সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল দলের মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তীকে।

ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা দেবজিৎ রায়কে দীপক জ্যোতি সম্মানে সম্মানিত করতে মঞ্চে হাজির প্রাক্তন অধিনায়ক বিকাশ পাঁজি, প্রাক্তন ফুটবলার সুমিত মুখার্জি, বর্তমান ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী, ক্লাব সহ সচিব রূপক সাহা।

'দীপক জ্যোতি' সম্মান অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় কলকাতা টিভির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য।

'দীপক জ্যোতি' সম্মান অনুষ্ঠানে সঞ্চালিকা শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়কে বরণ করছেন ক্লাব সহ সচিব রূপক সাহা।

সুপার কাপ জয়ের সেলিব্রেশন

সুপার কাপ জয়ের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে মঞ্চে হাজির মেয়র ফিরহাদ হাকিম, রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সহ সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, ইমামি আধিকারি সন্দীপ আগরওয়াল, কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত, অধিনায়ক ক্লিনটন সিলভা।

সুপার কাপ জয়ের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন ক্লাব সহ সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার ইমামি আধিকারিক সন্দীপ আগরওয়াল, কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত, অধিনায়ক ক্লিনটন সিলভা, ।

সুপার কাপ জয়ের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত, অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভার হাতে ১৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন সচিব কল্যাণ মজুমদার, রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইমামি গ্রুপের আধিকারিক বিভাস আগরওয়াল, সন্দীপ আগরওয়াল, সহ সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, শ্রাচিগ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি।

সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে ক্লাব লনে ইস্টবেঙ্গল কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকারের সঙ্গে আড্ডার মেজামে কোচ কুয়াদ্রাত সহ সাপোর্টিং স্টাফেরা।

সমাচার প্রতিবেদন ঃ ডুরান্ড কাপে রানার্স হলেও, সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপে গ্রুপ লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল নন্দকুমারের গোলে জয় পায় পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে। এরপর ফাইনালে পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে নাম মাত্র গোলে হেরে যায়। ডুরান্ড কাপ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও, সুপার কাপে সবাইকে টেক্কা দিয়ে বাজিমাত লাল-হলুদ শিবিরের। গ্রুপ লিগে সারা ম্যাচে আধিপত্য বজায় রেখে পিছিয়ে পড়েও, পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জয় পায় ৩-১ গোলে। দুটি গোল করেন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভা। ফাইনালে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ৩-২ গোলে হট ফেভারিট ওড়িশা এফসি-কে হারিয়ে সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়। সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় লাল-হলুদ শিবিরে ছিল খুশির হাওয়া। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শহর কলকাতায় পা রাখতেই ফুটবলারদের ঘিরে ছিল উৎসবের আবহাওয়া। বিমান বন্দর থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবু পর্যন্ত ফুটবলারদের আনা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে। সেই রাতে ইস্টবেঙ্গল মাঠে কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত, অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভার হাত ধরে কেক কেটে সুপার কাপ জায়ের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সুপার কাপ জয়ের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান দেখতে ইস্টবেঙ্গল মাঠ হাজির হয়েছিলেন প্রায় দশ হাজার লাল-হলুদ সমর্থকরা। দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ফুটবলারদের জন্য ভুরি ভোজনের আয়োজন করা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের ফুটবলারদের পাশাপাশি কোচ, সহকারী কোচ সহ সাপোর্টিং স্টাফদেরও মধ্যাহ্ন ভোজনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শুধু বর্তমান দলের ফুটবলাররাই নন, মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয় লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলারদেরও। বর্তমান ও প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ইমামি গ্রুপের আধিকারিক শ্রী বিভাস আগরওয়াল, সন্দীপ আগরওয়াল। উপস্থিত ছিলেন ইমামি গ্রুপের অন্যান্য আধিকারিকগণ। জাঁকজমক মধ্যাহ্ন ভোজ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল সচিব কল্যাণ মজুমদার, সহ সচিব রূপক সাহা, সিনিয়র সহ সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, সহ সভাপতি রাহুল টোডি, ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার সহ বাকি সদস্যরা। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর গাঙ্গুলি, অতনু ভট্টাচার্য, তরুণ দে, কৃষ্ণেন্দু রায়, অলোক মুখার্জী, অমিতাভ চন্দ, রাজনারায়ণ মুখার্জি, কবীর বসুর সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত, অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভা, হিজাজি, সল ক্রেসপো, সৌভিক চক্রবর্তী। সুপার কাপ ২০২৪ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল দলের হাতে তুলে দেওয়া পনেরো লক্ষ টাকার চেক। মধ্যাহ্ন ভোজনে ছিল নানা রকমের আইটেম। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বেজায় খুশি দেশি-বিদেশি ফুটবলারেরা। সবচেয়ে বড় কথা লাল-হলুদ কর্তাদের আপ্যায়নে আপ্লুত প্রাক্তন এবং বর্তমান ফুটবলাররা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী।

মানস চক্রবর্তীর শেষ ছবি। মাঝে রূপক সাহা।

মানস একটি সিনেমার নাম

গৌতম ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক, কলকাতা টিভি

আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে মানস চক্রবর্তীর নিজস্ব কিছু কয়েনেজ ছিল। আজ সেগুলো খবরের কাগজ-টিভি চ্যানেলের নিউজরুম-সাংবাদিকদের আড্ডা সর্বত্র তুমুল জনপ্রিয় হয়ে গেছিল।

সিনে থাকা : মানে সাইডলাইনে না গিয়ে স্পটলাইটে থাকা।

সিনে চলো : প্রেস ক্লাব, এলফিন, আউটট্রাম ক্লাব বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে গ্লাস নিয়ে বসে পরার ইমিডিয়েট অভিযান।

টাইম টু ফ্লাই : অফিসে রাতের দিকে চেয়ারে আমার ব্যাগ না দেখা গেলে দ্রুত নৈশ আসরে সঙ্গী বেছে ফেলার তোড়জোড়।

কাকে বলব! কী বলবো : বাংলার ফুটবল-সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতির ভাষা ও চলচ্চিত্রের অধঃপতন ঘটছে দেখলে স্বগতোক্তি।

বাট্টু : যার মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। গভীর ধান্দাবাজ আধুনিক বাংলার একটা বাট্টু একাদশ ও গড়েছিল।

নাথিং ইজ স্ট্যাটিক : কলকাতা ময়দানে নিশ্চিত কথা বলেই কিছু নেই। চিরপরিবর্তনশীল। যে কোনো সময় ইকুয়েশন বদলাতে পারে।

মানুষের সঙ্গে দ্রুত মিশে যেত। আর কিছু দিনের মধ্যেই দু' রকম পরিণতি দেখা যেত। হয় লোকটা মানসের ক্যারিশমা আর পড়াশোনায় মুগ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। নয়তো কিছুদিন বাদে ধান্দাবাজ, বাজে লোক বলে তীব্র গালিগালাজ করছে। ওইরকম গলায় মাখামাখির পর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে চিরতরে। অনুপাতে দুটোর সংখ্যাই প্রায় সমান সমান।

অথচ আমার পেশাদার জীবনে বেঙ্গল পিয়ারলেসের প্রয়াত প্রাক্তন কর্তা কুমারশঙ্কর বাগচী বাদ দিয়ে মানুষের মতো পরোপকারী মন আমি দুটো দেখিনি। দু'জনেরই ৬৬ বছরে অকাল বিদায় এবং তাঁর আগের করুণতম শরসজ্জা থেকে আমি ব্যাপক কনভিন্সড্ যে, উপকারের কোনো স্ট্যান্ডার ডিডাকশন সমকালীন জীবন দেয় না। পরের জন্মের ক্রেডিট ব্যালেন্সে হয়তো ওটা সোজা জমা পড়ে। বা আদৌ কোথাও না পড়ে বোকার কাণ্ডকারখানা হিসেবে বানের জলে ভেসে যায়।

মানসের লেখা থেকেই বোঝা যেত না ও যে অকৃত্রিম মোহনবাগান সাপোর্টার ছিল। কোন রিপোর্টার কোন টিমের সাপোর্টার সেটা বোঝার সহজ উপায় হল যা কে যা মনে হচ্ছে ঠিক তার উল্টোটা ধরা। পাশে বসে কাজ করেও সবসময় ধরা যায় না। মানস যে মেরুন সবুজ সেটা যেমন শুরুতে জানতাম না। টেরপাই নব্বই দশকের শুরুতে। সেই সময় মোহনবাগানের কোচ নির্বাচন থেকে টিম— সবেতে মানসের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত প্রভাব পড়ত। মোহনবাগানে তখন ধীরেন দে যুগ শেষ হয়ে নতুন জমানার আবাহন হচ্ছে। সকলের অজানা সেই টুটু বসু-অঞ্জন মিত্রকে জনতার সামনে বিজ্ঞাপিত করে প্রথম মানস। বাইরের পৃথিবী বাদ দিচ্ছি। খোদ আমাদের অফিসে তখন উল্টো সন্দিগ্ধ প্রতিক্রিয়া হত যে, মোহনবাগান ঠিক উত্তরসূরির হাতে যাচ্ছে বলে মানস যা লিখছে সেই লেখালেখি বন্ধ হওয়া উচিত কিনা? নাকি সেই লেখালেখির পিছনে অন্য কোনো শর্ত রয়েছে? চিমা মোহনবাগানে সই করার আগে পর্যন্ত এইসব গুঞ্জন অক্ষত ছিল।

পরবর্তীকালে প্রমাণ হয় মানসের জাজমেন্ট একদম ঠিক ছিল। দুর্দান্ত জুড়ি তৈরি করে বারবার ইস্টবেঙ্গলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে থাকেন টুটু-অঞ্জন। কিন্তু যেটা অজ্ঞাত থেকে গেল যে পরবর্তীকালে মোহনবাগানের সঙ্গে ওর সম্পর্কে চিড় ধরল কেন? যে ক্লাবের জন্য এত করেছিল, একটা সময়। যে কর্মকর্তারা ওকে নিয়ে এত লাফালাফি করতেন যে, দূর রহড়ার বাড়ির কালীপুজোয় চলে যেতেন। তাঁদের কেউ কেউ ওর মরদেহ ক্লাবে আনার ব্যাপারে ন্যূনতম আগ্রহ দেখালেন না কেন? উত্তরটাও মানস নিজে দিয়ে গিয়েছে— ময়দানে নাথিং ইজ স্ট্যাটিক।

আমার কাছে বড়ো রিপোর্টারকে কাছ থেকে দেখার সুখ সচিনের স্ট্রেট ড্রাইভের আগে। বড় রিপোর্টারের কর্মপদ্ধতি। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার ধরণ। গোপনীয়তা রক্ষা। বন্য সাহস। সোর্সকে প্রেমিকার মতো কেয়ার করা। খবরের গন্ধ পাওয়া। পুরোটা মিলে একটা অর্কেস্ট্রা। আর মানস ছিল জাতীয় এবং ঘরোয়া ফুটবল পর্যায়ে রিপোর্টারের রিপোর্টার। দুটো স্টোরি যখনতখন পকেটে থাকত। আমার সহকর্মীদের কেউ কেউ মানসের ক্রমাগত শৃঙ্খলা ভাঙা এবং আইন নিজের হাতে প্রায়শই নেওয়াতে বিরক্ত হয়ে আমায় বলেছে, আপনি কিছু বলেন না কেন? অনুবাদ করলে আপনার আস্কারাতেই এসব হচ্ছে। আমি উত্তর না দিয়ে নিজের সাতাশি সালে করা ইন্টারভিউয়ের কথা ভাবতাম।

এত প্রবল প্রতাপান্বিত ক্যাপ্টেন আপনি। তবু নিয়মিত নিয়ম ভাঙার পরেও জাভেদ মিয়াঁদাদকে কিছু বলেন না কেন? ইমরান খানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ইমরান কাঁধ ঝাকিয়ে বলেছিলেন, "কারণ যে ঘোড়া মাল বয় আর যে ঘোড়া রেসে দৌড়োয়। দুটোর জন্য নিয়ম এক নয়"।

মানস যে ছিল স্পোর্টস এডিটরের সেই রেস জেতার ঘোড়া।

একবার শিলচরের ফুটবল টুরে দুজনেই ম্যানেজার হয়ে যাওয়া ছাড়া আমি আর মানস কখনো একসঙ্গে থাকিনি। আমি ক্রিকেট করতাম ও ফুটবল। দুজনেরই আলাদা সময়, আলাদা শহর। একবার শুধু আমি দিল্লিতে ক্রিকেট ম্যাচ কভার করার সময় ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ড খেলছে। মানসের অনুরোধে আমি গেলাম দরিয়াগঞ্জ। ইস্টবেঙ্গলের টিম হোটেলে। মানস সেখানেই। হোটেলটার নাম সম্ভবত ক্যাসল গেস্ট হাউস। গিয়ে দেখি মানসের পাশের খাটে কে একজন ঘুমোচ্ছে। আমি যেতেই শশব্যস্ত হয়ে মানস তাকে তুলে দিল। এই ওঠ ওঠ সেও বেচারি কম্বল সমেত উঠে পড়ল। এ কি রুমমেট? এ কে? মানস আলাপ করাল, "এ ভালো খেলছে ইদানিং। নাম বাইচুং ভুটিয়া"।

সাল সম্ভবত ১৯৯৬। বা ১৯৯৭'র শুরু। ডায়মন্ডের হ্যাট্রিক তখনও হয়নি। কিন্তু বাইচুং নামটা তো পরিচিত। আজও আমার শক যায়নি। কত অন্তরঙ্গতা থাকলে কোনো সাংবাদিকের ঘরে তারকা প্লেয়ার এসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে?

জুনিয়র সাংবাদিক ছেলেপিলে বাদ দিচ্ছি। কত প্লেয়ারকে যে ও হেল্প করেছে ইয়ত্তা নেই। অশোক দাশগুপ্ত মজা করে বলেছিলেন, মানসকে ওর সকালের বাড়ির দরবারে কেউ যদি এসে বলে, দাদা একটা রিকোয়েস্ট আছে। আমি এমএলএ হতে চাই। ও তাহলে একটু ভাববে। তারপর বলবে বায়ো ডাটা দিয়ে যাবেন। দেখব।

গ্যাসও খেত না তা নয়। বিশেষ করে ওই দুটো জ্যোতিষীর নাম জানি না। কিন্তু আর্বানার ৪৫তলা থেকে ওঁদের ছুড়ে ফেলা উচিত। যারা একটা সময় ওকে নিয়মিত অভয় দিতেন কোনো প্রব্লেম নেই আপনার। একজন বলেছিলেন, রাজার হাত আপনার। অন্যজন— চিফ মিনিস্টারের। চিফ মিনিস্টারের হাত কথাটা মানসের বিশেষ মনে ধরেছিল। নব্বই দশকে বেশ কয়েকবার ওর মুখে শুনেছি।

যত এসব শুনত তত ব্রেক আল্গাই না করে জীবনের গাড়ি চালাতো। যেন সাংবাদিকতার শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বহু বুঝিয়েছি কিন্তু লোকের উপকার হচ্ছে, তারা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে এটা এমন নেশা যে সিস্টেমে ঢুকে গেলে বার করা শক্ত।

সাংবাদিক হিসেবে এত উল্লেখযোগ্য ছিল যে বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার ইতিহাসে হল অফ ফেমে থাকবে। কিন্তু প্রায়ই মনে হয় মানস অন্য লাইনে চলে যাওয়ায় কলকাতা তার সেরা এক কাউন্সিলরকে মিস করেছে। সেই কাউন্সিলর প্রায় নিত্যদিন বিতর্ক আহ্বানে দলকে নিয়মিত অস্বস্তিতে ফেলত। কিন্তু প্রচুর কাজ করতো মানুষের জন্য। প্লেয়ার হলে। গুণীজন হলে তো কথাই নেই। জান কবুল।

অথচ মানসের মরদেহের ধারেকাছে বিকাশ পাঁজি, মেহতাব হোসেন, সুমিত মুখার্জি আর ডায়মন্ড ম্যাচে প্রথম গোল করা বিস্মৃত প্রায় নাজিমুল হক ছাড়া কাউকে দেখিনি। কেউ ফোন করে খোঁজ নিয়েছে বলেও শুনিনি। শেষ দেড় মাসের অন্তিম সজ্জায় যারা ওকে আগলে রেখে কখনো হাসপাতাল কখনো বাড়ি ছোটাছুটি করে আপ্রাণ লড়াই লড়েছে সেই শিবাজী ব্যানার্জির ভাইপো শ্রীনিক, চিরবিশ্বস্ত ম্যানেজার অরূপ পাল আর রহড়ার প্রতিবেশী ফুটবলার রঞ্জিত মুখার্জিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। কিন্তু সেই মুখগুলো কোথায় গেল? তাদের পরিবার কোথায় গেল যাদের জন্য রক্তজল করে ও বেনিফিট ম্যাচে টাকা তুলে দিয়েছে? জন্মদিন পালন করেছে সাত তারা বৈভবে?

একটা সময় অনেক বিশেষ করে কিছু ঈর্ষাকাতর ক্রীড়া সাংবাদিক বলতে শুরু করল যে এগুলো আদৌ চ্যারিটি নয়। ও কিছু কাট রাখে। মানসের ব্যবসা।

আমায় বলাতে উত্তর দিয়েছিলাম, বেশ করেছে। আজকের দিনে কে বিখ্যাত সত্তর দশকের তারকাকে বারো লক্ষ টাকা আর দামি গাড়ি উপহার দিচ্ছে আমি জানতে চাই। কে পিকে ব্যানার্জিকে গোটা একটা পেট্রল পাম্পের মালিকানা দেওয়ার জন্য মন্ত্রী আর তেলের কোম্পানিতে দিনের পর দিনে জুতোর শুকতলা খোয়ানোর জন্য রাজি আছে? এই যে নঈম কলকাতার অবহেলায় বিষন্ন হয়ে হায়দরাবাদ ফিরে গেলেন তাঁকে বেনিফিট ম্যাচ তো মানসই করিয়েছিল। এঁরা একেকজন নক্ষত্র এবং আমাদের কৈশোরের অবিরাম জ্বলতে থাকা তারা। কিন্তু আমি জানতে চাই আজকের দিনে কোন স্পনসর এঁদের জন্য এক কথায় ২৫ হাজার টাকাও খরচ করতে রাজি থাকে?

শুনলে অবাক হয়ে যাবেন বাষট্টির এশিয়ান গেমস সোনা জয়ী টিমের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এআইএফএফ-এর বাঙালি কর্তাকে বারবার ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলাম ভারতীয় ফুটবল টিমের শেষ সর্বোচ্চ কীর্তি। টিমের প্রত্যেকে যেন দিল্লির প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হয়। চুনী-পিকের সঙ্গে কথা বলেই প্রস্তাবটা দিই। জার্নাল সিংহ বাদ দিয়ে সবাই তখন জীবিত।

ফেডারেশন এক টাকাও দেয়নি ফাণ্ড নেই বলে। নিশ্চিন্ত থাকুন সেই কমিটিরই মুখগুলোকে হয়তো দেখবেন বনি কাপুরের 'ময়দান' রিলিজের পর ক্যামেরার সামনে নস্টালজিয়া-সিক্ত বাইট দিতে।

কাহিনীর সারমর্ম— ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাথর থেকে জল বার করার মতো মানস এঁদের জন্য করেছে। চোখের সামনে দেখা ভারতীয় ফুটবলের দুই কিংবদন্তি এবং এক গ্ল্যামাররাস ফরওয়ার্ড ওকে অনুরোধ করছেন কিছু একটা ইভেন্ট করতে। আর মানস ইভেন্ট করায় ছিল এক পায়ে খাড়া। মতি নন্দী পুরস্কার চালু করে টেনে গিয়েছে এতগুলো বছর। ধরে নেওয়া যায় তার মৃত্যু ঘটলো ওরই সঙ্গে। মতিদার স্ট্যাচুও মন্ত্রী সুজিত বসুকে ইনভলভ করে মানসের। একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

ওর জীবনের শেষ ইভেন্ট আয়োজনের ঝক্কিতে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, "সমরেশদা আমায় বলে গিয়েছেন মানস আমার শোকসভা একমাত্র তুমি অর্গানাইজ করবে। কথা রাখতে হবে। "তখন কে জানতে মাত্র আট মাসের মধ্যে সাক্ষাতে সমরেশদাকে নিজেই সভার বিবরণ দিতে পারবে'।

প্রচুর অত্যাচার করেছে। প্রচুর বিড়ম্বনায় ফেলেছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওর কাছে কতভাবে ঋণী তার ইয়ত্তা নেই। রায়ার সঙ্গে আলাপ ওর মাধ্যমে। দীপ প্রকাশনের কর্ণধারকেও আলাপ করিয়েছিল মানস। আমার কন্যা জন্মের সাথে সাথেই ওকে সি এম এ রাইয়ের নিয়োন্যাটাল কেয়ারে নিয়ে যেতে হয়। কারণ যেখানে হয়েছিল সেই ইইডিএফে এতটা মেকোনিয়াম খেয়ে ফেলা সদ্যোজাতকে ট্রিটমেন্টের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যমে মানুষে সাত-আট দিন যুদ্ধের পর লহমাকে বাড়ি আনতে পেরেছিলাম।

প্রথম রাত্তিরটা ছিল সবচেয়ে অভিশপ্ত— এই গেল এই গেল। সেদিন গোটা রাত কলকাতা হসপিটালের নিচের লবিতে কাটিয়েছিল আমার পরিবারের কেউ কেউ। সঙ্গে উৎপল-অরূপ আর অবশ্যই মানস। সেদিন আমার স্নায়ু আর টেনশনে রাত জাগার মতো অবস্থায় ছিল না। মানসই নেতৃত্ব দেয় রাত জাগা বাহিনীর।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সফর অসমাপ্ত রেখে ফিরছি। সৌরভের কাম ব্যাক টেস্টার পরেরটা যেদিন শুরু হবে এবং বাঙালি উত্তেজিত, সেদিন আমি ফিরে আসার বিমানে। বাবা আচমকা চলে গিয়েছেন। বিমানবন্দরে তিনজনকে দেখলাম প্রতীক্ষায়। আর এক উপকারী বন্ধু প্রীতিময়। শেখর দত্ত। আর অতি অবশ্যই মানস।

যে ভিড় ছাড়া বাঁচতে পারত না। যার সব সময় হই হট্টগোল, উৎসব, নড়াচড়া এত পছন্দ ছিল সে শেষ চার-পাঁচ বছর এমন নিঃসঙ্গ হয়ে গেছিল কী করে জানিনা? একটা কানে শুনতো না। দাঁত বলে কিছু ছিল না এবং বাঁধানো দাঁতের সেটিং ঠিক হয়নি। চলাফেরা মন্থর হয়ে যায়। আমার ধারণা নিউরোলজিক্যাল প্রব্লেম এবং ডিপ্রেসন তখন থেকেই হচ্ছিল। কিন্তু কে বোঝাবে? আমি ব্লাড টেস্ট করানোর কথা বলে বলেছিল, সব ঠিক আছে।

ডাক্তার তো চূড়ান্ত রায়ে বললেন ব্রেন স্ট্রোক বাদ দিয়েও শরীরে নানান উপসর্গ ছিল। আমার বলতে খারাপ লাগছে এগুলো এতদিন unattended ছিল কেন?

কে উত্তর দেবে? যে দিতে পারত সে তো আর নেই। ভাবতেই পারছি না স্পোর্টসের অবিসংবাদী গুগল এবং প্রিয়তম বন্ধু আর দুনিয়ায় নেই। প্রত্যেকটা দিন ঘুম থেকে উঠে আমাকে এই নিষ্ঠুর মুখোমুখি হতে হবে যে কোনো সমস্যা সমাধানে বা স্রেফ আড্ডা মারতে আমি বাগুইহাটির যে নম্বরটা ডায়াল করতাম সে আর ইহজগতে ফোন ধরবে না। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমায় অপেক্ষায় থাকতে হবে।

মানুষ থাকার সময় তার মূল্যায়ন করা যায় না। চলে যাওয়ার পর হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। এখন মনে হচ্ছে খেলাধূলো-সংস্কৃতি-সিনেমা-মজলিশ-প্রাণশক্তি সব নিয়ে মানস ছিল ওয়ান স্টপ শপ।

তিতাস যদি একটি নদীর নাম হয় মানস তাহলে একটি সিনেমার নাম। আমি তো অনেক কিছুই লিখলাম না, তবে এতটুকু বলি যা সব উপাদান আছে কোনোদিন ফিল্ম হলে আমি আশ্চর্য হব না। ওটিটি তো হতেই পারে যে মফস্সলের অতি মেধাবী ছেলে শহুরে মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে, তার দুর্নিবার আবেদনের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে না পেরে তুঙ্গ সাফল্য পেয়েও ধরে রাখতে পারল না। ট্রাজিকভাবে মৃত্যু কেড়ে নিল তাকে।

শেষ দেখা ২৬ জানুয়ারি পুরোনো সহকর্মী রজত গোস্বামীর বাড়ির বিয়েতে। সেদিনই ছবিটা তোলা। রূপকদা, আমি আর মানস। কে জানত পরের পাঁচদিনের মধ্যে ও বাথরুমে পড়ে কথা বলার ক্ষমতাই চিরতরে হারিয়ে বসবে? আর মাত্র পৌনে দু'মাস বাদে স্মৃতিকথায় ওর প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে যে আমার বন্ধু তর্পণ শেষ করতে হবে!

... শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন মনে অনাদরে অবহেলায় গান গেয়েছিলাম মনে রেখো ...।

পুনশ্চ : 'ময়দান' দেখে বেরনোর পর কয়েকটা প্রশ্ন আমার মনে জাগল। ১) ১৯৫১ এশিয়ান গেমসে ভারতের ফুটবল কোচ রহিম সাহেব ছিলেন। তাহলে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ১-১০ হারের পর অত সমালোচনা হল কেন? যে কিনা তার আগেই এশিয়ান গেমসে সোনা জিতিয়ে ছিলেন! ২) '৬২-র এশিয়ান গেমস ফাইনালে ভারতের এগেনস্টে কি সত্যি কোনও পেনাল্টি হয়েছিল? যে পেনাল্টি কিক থঙ্গরাজ বাঁচিয়েছিলেন? ৩) ওই এশিয়াডের সেমিফাইনালে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চুনী গোস্বামীর ফ্রি-কিকে সত্যি গোল ছিল কি? প্রশ্নটা এ জন্যই যে, টিমে পিকে থাকতে চুনী কেন ফ্রি-কিক মারতে গিয়েছিলেন? এ সবগুলোর উত্তর পেতে একটা নম্বর ডায়াল করলেই চলত। 9830046710. নাম্বারটা বেঁচে আছে কিনা জানি না, নম্বরতার মালিক আর বেঁচে নেই। মানস চক্রবর্তীর চলে যাওয়াটা ওর নিজের আর পরিবারের কাছে শুধু নয়, সমগ্র বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতায় যে কি অপরিসীম শূন্যতা সৃষ্টি করল, সেটা ওই একটা ফোন কল করতে না পারাটা আমায় আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। মানসকে আগামী দিনেও আমাদের ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। যখনই আমাদের গুগলের দরকার পরবে, গুগলের সমান্তরাল গুগলকে আমাদের মনে পড়বে।

ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে সেরা সময়টা দিয়েছে আনন্দবাজারে

সরোজ চক্রবর্তী, প্রাক্তন সাংবাদিক, আজকাল

সব যেন তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছে। মন খারাপের সময় চলছে তো চলছেই। গত দেড় বছরে আমাদের সবার খুব কাছের চারজন ক্রীড়া সাংবাদিক ও তিন প্রাক্তন ফুটবলার চলে গেলেন। সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, তুলসীদাস বলরাম প্রয়াত হলেন। আর আমাদের পেশার জগতের পার্থ রুদ্র, অভিজিৎ সরকার, অরুণ সেনগুপ্তের পর এবার চলে গেল ভাই সহ বন্ধু মানস চক্রবর্তী। ওর পোশাকী নাম মানস চক্রবর্তী হলেও ওকে আমরা সবাই MC বলেই ডাকতাম।

মানস মানেই ময়দানের একটা বর্ণময় চরিত্র। আনন্দবাজার পত্রিকায় শুরু করে টানা ২৪ বছর সাংবাদিকতা করেছে। এই ২৪ বছরে মানস নিজেকে এবং আনন্দবাজার পত্রিকার খেলার পাতাকে একটা উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিল। 'আজকাল' তখন খেলার খবরে এক নম্বর। আমাদের তখন টিমটাও দুর্দান্ত ছিল। অরুণ, পার্থ, দেবাশিস, পার্থসারথী, শাক্য।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক মানস চক্রবর্তী।

প্রতিদিন আমাদের টিম 'স্কোর' করেছে। সেই সময় 'আজকাল'-এর সঙ্গে লড়াই করা বেশ কঠিন ছিল 'আনন্দ বাজার পত্রিকায়।' ওই সময় আনন্দবাজার পত্রিকা'র ক্রীড়া বিভাগের টিমটাও বেশ ছিল। রূপক সাহা, গৌতম ভট্টাচার্য, রূপায়ন ভট্টাচার্য, রতন চক্রবর্তী এবং মানস চক্রবর্তী। খেলার খবরে 'আজকাল'কে টেক্কা দেওয়ার লড়াই শুরু হল তখন থেকেই। আর এই লড়াইয়ে বড় ভূমিকা ছিল মানসের। আমরা যে ভাবে খেলার স্টোরি করতাম ঠিক সেই ভাবেই মানস শুরু করল। খেলোয়াড়দের ঘরে পৌঁছে যাওয়া, কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা। বাইচুং থেকে বিজয়ন বা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি থেকে অঞ্জন মিত্র, টুটু বসু, পল্টু দাস- সবার সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল যে খবর মিস করার কোনও সম্ভাবনাই রাখেনি। গড়ের মাঠে পড়ে থেকে খবর করা-এই ভাবেই মানস তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র খেলার পাতায় 'স্কোর' করতে শুরু করল। মানসের অনেক গুণের মধ্য যেটা হল ওর খবরের নাকটা ভীষণ ভাল ছিল। খবরের গন্ধটা ঠিক পেয়ে যেতো। আর খবর তৈরি করতে পারত। ওই সময় মানস 'আজকাল'কে টেক্কা দিতে শুরু করল। তখন আমরাও ভয় পেতে শুরু করলাম। আমরা অর্থাৎ 'আজকাল'-র ক্রীড়া বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল মানস। আমি বিশ্বাস করি, সাংবাদিকদের একটা 'গোল' থাকে। সেই 'গোল'কে সামনে রেখে মানস দারুন ভাবে সফল হয়েছে। ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কাজ করেছে ২৪ বছর। ও ব্রান্ডটাকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় থাকাকালীন এক নম্বর রিপোর্টার মানস চক্রবর্তী। তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। ২০১০ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে 'কলকাতা টিভি'তে যোগ দেওয়ার পর মানসের মধ্যে সেই দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখা যায়নি। কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তার পুরনো পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারলে মানসই হত বাংলার ক্রীড়া সাংবাদিকতার সর্বকালের সেরা রিপোর্টার।

কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে ভালবাসা থাকে না। লড়াই ছাড়া কিছু থাকে না। ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে মানস আর আমার মধ্যে অবশ্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ভালবাসাটাও ছিল। টুর্নামেন্ট কভার করতে আমি, মানসের সঙ্গে বহু ট্যুর করেছি। আমরা হোটেলের একই ঘরে থাকতাম। ও যখন ম্যাচ রিপোর্টিং বা অন্য কপি লিখত, তখন ওর কপির ভূমিকা আমাকে পড়ে শোনাতো। ও জানতো আমি ওর কপির ভূমিকা আমি নকল করব না। আমার প্রতি ওর এই বিশ্বাসটা ছিল। আমাদের মধ্যে যে পেশাগত লড়াই থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কে কখনও চিড় ধরেনি। আর সেই সম্পর্ক ছিল বলেই কাজের শেষে ওর বাগুইহাটির ফ্ল্যাটে কত রাত যে কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। ওর সঙ্গে যত মিশেছি, ততই আমি মুগ্ধ হয়েছি। মানস ক্রীড়া সাংবাদিক হলেও ওর গতিবিধি ছিল সমাজের বিভিন্ন জগতে। সাহিত্য, সংগীত এমনকি রাজনৈতিক জগতেও ওর দারুণ যোগাযোগ ছিল। কেউ অনুরোধ করে বলল, 'মানসদা, আমার একটা সাহিত্য নিয়ে অনুষ্ঠান আছে। একজন ভাল সাহিত্যিককে গেস্ট হিসেবে ব্যবস্থা করে দেবেন? মানস, মুহূর্তের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, বা বুদ্ধদেব গুহকে ফোন করে অনুষ্ঠানের বিশেষ গেস্ট ঠিক করে দিত। সঙ্গীত জগতে মান্না দে, অজয় চক্রবর্তী থেকে সৈকত মিত্র, ইন্দ্রানী সেন, কে ওঁর সঙ্গে ছিল না! মানস ছিল বহুমুখী প্রতিভা। খেলাধুলার জগত ছাড়িয়ে বিভিন্ন স্তরে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি এটা তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা। এই ক্ষেত্রে অশোক দাশগুপ্তর পর মানস দেখিয়েছে।

তবে মানস মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে নিজে অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়েছে। যতো না দোষ করেছে তার থেকে বেশি দোষের ভাগীদার হয়েছে। আসলে মানসকে সবাই ব্যবহার করে গিয়েছে। বছরের পর বছর। কিন্তু সেই ব্যবহার হতে হতে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মানস। দোষ-ত্রুটি নিয়েই তো মানুষের চরিত্র। তবে ওর দোষের থেকে গুণ ছিল অনেক অনেক বেশি। আমার বিশ্বাস, ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে নয়, বহুমুখী প্রতিভার মানসকে মনে রাখবে সব্বাই!

ইস্টবেঙ্গল মিডিয়া সেন্টারে প্রয়াত সাংবাদিক বন্ধুবর মানস চক্রবর্তীর স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

বন্ধু মানস, সাংবাদিক মানস-

দেবব্রত সরকার,
কার্যকরী কমিটির সদস্য, ইস্টবেঙ্গল

দুটি চরিত্রকে পাশাপাশি রাখলে আমি কখনো মেলাতে পারতাম না। পাশে বসে গল্পের ছলে বন্ধুত্বের শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতে বলতে খবর সংগ্রহ করে পরের দিন সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করতো। বেশ কয়েকবার এ রকম হওয়ার পর, আমি ওকে বললাম, ''মানস, এটা কি চরিত্র তোমার? এই কাজটা কেন করো? আমরা তো বন্ধুত্বের সম্পর্কে কথাগুলো বলেছিলাম।" ও বললো, ''তোমার তো বোঝা উচিত, আমি প্রথমে একজন সাংবাদিক। সংবাদ মাধ্যম আমাকে টাকা দেয় খবর সংগ্রহ করে লিখবার জন্য। তুমি বন্ধু, বন্ধুই থাকবে। আমি যদি বন্ধুত্বের সম্পর্ককে রক্ষা করে গল্প করতে করতে খবর সংগ্রহ করি, সেটা তো তোমারই সাফল্য। হাসতে হাসতে মানস এই কথাগুলো যখন বলতো, তখন আর রাগ করে থাকতে পারতাম না।

শতবর্ষ অনুষ্ঠানের আগে মিডিয়া রুমে বিখ্যাত বিদেশি ফুটবলার মজিদ বাসকারের সঙ্গে কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, প্রয়াত প্রিয় সাংবাদিক বন্ধু মানস চক্রবর্তী।

তবে পরবর্তীকালে কিছুটা সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। আবার এমনও হয়েছে, রাজ্য বা রাজ্যের বাইরে ও যখন কোনো ম্যাচ কভার করতে গেছে, সেটার লেখা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিতর্কও তৈরি হয়েছে, কিছুদিন কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ রেখেছিলাম। তবে মানস এ সবকে একেবারেই প্রাধান্য দিত না। সে তার নিজের মতো করে আমার কাছে এসে একের পর এক প্রশ্ন করেই যেত। দশটা প্রশ্ন করলে হয়তো দুটো উত্তর দিতাম, তাতে অবশ্য মানসের কিছু যায় আসতো না। বারবার একটা কথাই বলতো, ''আমি কিন্তু একজন পেশাদার সাংবাদিক, তার পরে আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, যে সমস্ত মানুষ সত্যিকারের সম্মান পাওয়ার যোগ্য অথচ তাদের সম্মান দেওয়া হয়নি, তার জন্য যেটা করার দরকার সেটাই করি। কেউ আর্থিক সংকটে থাকলে তাকে আর্থিক দিক থেকে সহায়তা দেওয়ারও চেষ্টা করি।'' আর সত্যি, মানস এগুলো সুনিপুণভাবে করতোও। ও কারোর নামে হয়তো একটা টুর্নামেন্ট চালু করে দিলো, আর সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পাশে গিয়ে দাঁড়াতো। এ রকম বহু গুণের অধিকারী ছিল মানস। পাশাপাশি সংগীত, কবিতা, সাহিত্য— কোনোটাতেই ও পিছিয়ে ছিল না। মানস এক ও অদ্বিতীয় রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল বলে আমার মনে হয়। মানসের সম্বন্ধে এরকম বহু ঘটনা আছে যা এই ছোট পরিধিতে লিখে শেষ করা যাবে না। কালি শেষ হয়ে যেতে পারে, কাগজ ফুরিয়ে যেতে পারে কিন্তু মানসের কৃতিত্ব ফুরাবে না— এটাই ছিল মানস।

মানস যেখানেই থাকুক, তার আত্মার শান্তি কামনা করি। তার পরিবারবর্গ, বিশেষ করে তার মা যে অবস্থায় আছেন, আমি অনুভব করতে পারছি, ওনাকে আমার সমবেদনা জানাবার ভাষা নেই। তবে এটুকুই বলবো, এই কঠিন সময়ে ঈশ্বর যেন ওনাকে মানসিক শক্তি দেন।

রিলায়েন্স ডেভলপমেন্ট লিগ ২০২৪ পূর্ব জোন চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এফসি

কোয়ালিফায়ার রাউন্ডের খেলা -

২ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ও এডামাস ইউনাইটেড ০-০ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। ৪ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ২-১ গোলে পরাজিত করে ওড়িশা এফসি-কে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে শ্যামল বেসরা ও তন্ময় দাস। ৮ মার্চ ২০২৪, ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ০-১ গোলে পরাজিত হয় ইউনাইটেড স্পোর্টস্-এর কাছে। ১১ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত চতুর্থ খেলার ইস্টবেঙ্গল এফসি ২-০ গোলে পরাজিত করে কালীঘাট এমএস-কে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে শ্যামল বেরা ও আমন সি.কে.। ১৪ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পঞ্চম খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ও জামশেদপুর এফসি ৩-৩ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে তন্ময় দাস, অভিষেক বাক্সালা ও মহম্মদ মুশারফ। ১৮ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ১-৫ গোলে পরাজিত হয় মোহনবাগান এসজি'র কাছে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে একমাত্র গোলটি করে আমন সি কে। ২১ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সপ্তম তথা গ্রুপ লিগের শেষ খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ২-০ গোলে পরাজিত করে মহামেডান স্পোটিং-কে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে জোসেফ-আত্মঘাতী ও শ্যামল বেসরা।

গ্রুপ লিগে ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গল এফসি

চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড - ২৪ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ২-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান এসজি-কে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে সায়ন ব্যানার্জি ও শ্যামল বেসরা। ২৭ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলায় ইস্টবেঙ্গল এফসি ৩-০ গোলে পরাজিত করে এডামাস ইউনাইটেড-কে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে অভিষেক কুঞ্জম, তন্ময় দাস ও রাজিবুল মিস্ত্রি। ২৯ মার্চ ২০২৪, বারাকপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় তথা শেষ খেলাটি ইস্টবেঙ্গল এফসি ও জামদেশপুর ইউনাইটেডের মধ্যে ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে গুরুনাজ সিং ও সুমন দে। কোয়ালিফায়ার রাউন্ড এবং চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল এফসি ১০টি ম্যাচে ৫টি জয়, ৩টি ড্র, ২টি পরাজয়ের মাধ্যমে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে পূর্ব জোন চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী ইন্ডিয়া জোনে খেলতে প্রবেশ করে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে সর্বাধিক গোল করে শ্যামল বেসরা - ৪টি।

ড্রিম স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ ২০২৪ অনূর্ধ্ব ১৭, জোনাল রাউন্ড চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এফসি

জোনাল রাউন্ড 'এ' গ্রুপের ম্যাচ—

১ এপ্রিল ২০২৪, নিউটাউন স্পোর্টস এক্সসিলেন্স গ্রাউন্ডে প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এফসি ২-০ গোলে পরাজিত করে এডামাস ইউনাইটেড-কে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে গুরনাজ সিং ও দিপু সর্দার।

৫ এপ্রিল ২০২৪, নিউটাউন স্পোর্টস এক্সসিলেন্স গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় তথা গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এফসি ৭-০ গোলে পরাজিত করে আরিয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাবকে। ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে গোল করে অজয় সাহানি-৩, গুরানাজ সিং, দিপু সর্দার, কার্তিক হাঁসদা ও রক্তিম জানা।

৭ এপ্রিল ২০২৪, নিউটাউন স্পোর্টস এক্সসিলেন্স গ্রাউন্ডে জোনাল রাউন্ডের ফাইনাল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এফসি ১(৬)-১(৫) গোলে পরাজিত করে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবকে। নির্ধারিত সময়ে ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে একমাত্র গোলটি করে অজয় সাহানি।

ইস্টবেঙ্গল এফসি জোনাল রাউন্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী ন্যাশনাল ফাইনাল খেলতে প্রবেশ করে

ইস্টবেঙ্গল এফসি'র হয়ে সর্বাধিক গোল করে অজয় সাহানি- ৪টি।

এ.আই.এফ.এফ. সাব জুনিয়র লিগ ২০২৪ জোনাল রাউন্ড 'এ' তে দূরন্ত ইস্টবেঙ্গল এফসি

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ৪ (অভ্র দে, মানব মার্জিত, সৌম্যজিত-আত্মঘাতী, দীপক মণ্ডল)
বি.এম.এস.এ. : ৩ (অয়ন, আজিজুল, সূর্য)
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, বাঁশবেড়িয়া কিশোর সংঘ গ্রাউন্ড, বাঁশবেড়িয়া
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ২ (জিত সামন্ত, মানব মার্জিত)
মোহনবাগান এসজি : ০
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, শ্যামনগর তরুণ সংঘ, শ্যামনগর
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ৩ (মানব মার্জিত-২, দীপক মণ্ডল)
ইউনাইটেড স্পোর্টস : ২ (রাহুল হাঁসদা, স্বাগত শীল)
৩ মার্চ ২০২৪, নৈহাটী স্টেডিয়াম, নৈহাটী
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ৩ (মানব মার্জিত, জিত সামন্ত, দীপক মণ্ডল)
বি.এফ.এ. : ২ (অতনু মুর্মু, সৌভিক পোড়েল)
১৭ মার্চ ২০২৪, নৈহাটী স্টেডিয়াম, নৈহাটী
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ৫ (দীপক, অভ্র, শিশির, চাঁদ, সন্দীপ (আত্মঘাতী)
মোহনবাগান এসজি : ৫ (সন্দীপ-২, দীপ্র-২, প্রিন্স)
২১ মার্চ ২০২৪, বিধাননগর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বিধাননগর
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ৫ (দীপক, জিৎ, মানব, শিশির, রক্তিম)
বি.এফ.এ. : ২ (তন্ময় বিশ্বাস, রিমো সাহা - আত্মঘাতী)
২৩ মার্চ ২০২৪, নৈহাটী স্টেডিয়াম, নৈহাটী
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ১৬ (রক্তিম-৫, শিশির-৫, দীপক, অভ্র -২, রঞ্জিত-২, সপ্তদীপ)
মহামেডান স্পোর্টিং : ৩ (সৃজন-২, শেখ আব্দুল-১)
২৭ মার্চ ২০২৪, নৈহাটী স্টেডিয়াম, নৈহাটী
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ৯ (শিশির-৩, রক্তিম, দীপক-২, অভ্র, মানব-২)
ইউনাইটেড স্পোর্টস : ১ (রুদ্র রায় গুপ্তা)
১ এপ্রিল ২০২৪, নৈহাটী স্টেডিয়াম, নৈহাটী
ইস্টবেঙ্গল এফসি : ৩ (শিশির সরকার-২, দীপক মণ্ডল)
বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস একাডেমি : ৪ (আজিজুল-৩, আরিয়ান)

এখন অবধি গ্রুপ লিগের ৯টি ম্যাচে ৭টা জয়, ১টা ড্র, ১টা পরাজয়ের মাধ্যমে ইস্টবেঙ্গল এফসি'র পয়েন্ট - ২২,
গোল করেছে ৫০টি আর গোল খেয়েছে -২২টি। সর্বাধিক গোলকারী শিশির সরকার ১২টি।

তথ্য সংগ্রহ : পারিজাত মৈত্র

East Bengal

A name
that is dedicated
to a lost
motherland.

And people
who are really winners
- continuing to swear
by a game that is
in their blood.

Shyam Sundar Co.
Jewellers

Cheering
for East Bengal Club
Since 1960

Resource India

SERUM™

One of the largest Path. Lab in India

কুয়াদ্রাতের সঙ্গে আড্ডায় প্রাক্তনরা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

এলাহাবাদ ALLAHABAD

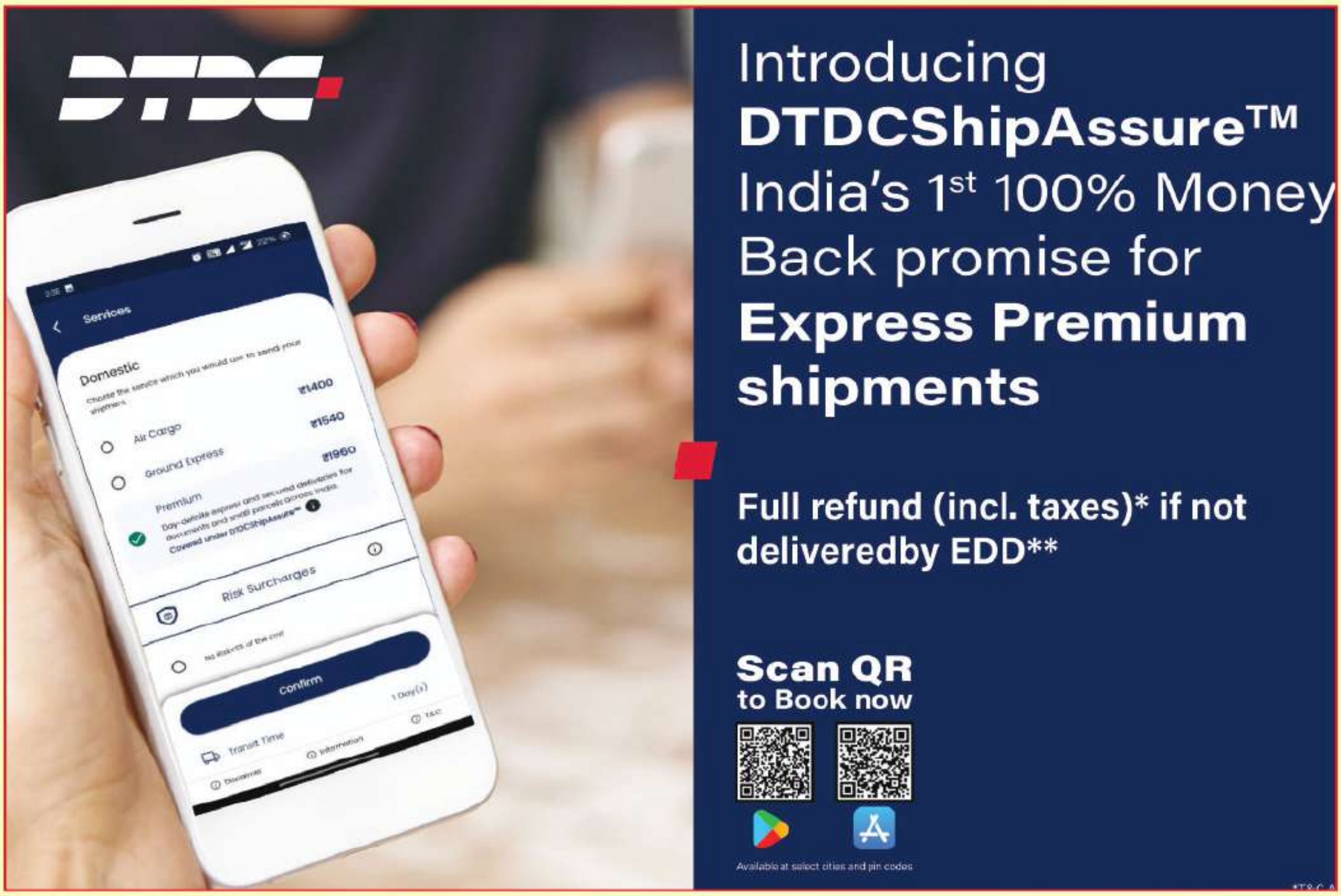

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে **মানিক দাসগুপ্ত** কর্তৃক প্রকাশিত এবং **কম্পেড** ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২ | e-mail:www.eastbengalclub.com